

ধর্ম উপদশে দেওয়ার শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ সাধন যোগ্যতা

শাস্ত্রানুসারে -- ধর্ম উপদশে যে কোনও লোক দিতে পারে না বা যে কোনও লোকের শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ সাধন যোগ্যতা না হয়ে থাকে তার নিজেরও কাহাকেও উপদশে দেওয়া উচিত নয় - কারণ তাতে শাস্ত্র বিরুদ্ধে কাজ করে অধঃপাতরে কর্ম হয় অথবা যে কোনও লোকেরে কাছ থেকে ধর্ম উপদশে নেওয়া ঠিকি না- কারণ ভুল পথে চালতা হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে ।

তাই শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ সাধন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাক্তির কাছ থেকে সর্বদা ধর্ম উপদশে নেওয়া উচিত। শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ সাধন যোগ্যতা হীন ব্যাক্তির কাছ থেকে কখনোই ধর্ম উপদশে গ্রহণ করা উচিত নয় ।

কারণ শাস্ত্রেরে আছে যার মধ্যে নীচেরে শাস্ত্রেরে সম্মত যে ক টি লক্ষণ আছে তার মধ্যে যে কোনও কমপক্ষে অন্তত একটি লক্ষণ ও প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে থাকে ...একমাত্র শাস্ত্রানুসারে সেই সেই ব্যাক্তির ধর্ম উপদশে দেওয়া শাস্ত্র সম্মত হয়। তাই শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাক্তির কাছ থেকে সর্বদা ধর্ম উপদশে নেওয়া উচিত। কারণ শাস্ত্রেরে আছে যার মধ্যে নীচেরে শাস্ত্রেরে সম্মত যে ক টি লক্ষণ আছে তার মধ্যে যে কোনও কমপক্ষে অন্তত একটি লক্ষণ ও প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে থাকে ...একমাত্র শাস্ত্রানুসারে সেই সেই ব্যাক্তির ধর্ম উপদশে দেওয়া শাস্ত্র সম্মত হয়। তাই শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাক্তির কাছ থেকে সর্বদা ধর্ম উপদশে নেওয়া উচিত।

শাস্ত্রানুসারে (মনু সংহতি )ধর্ম উপদশেদাতার যোগ্যতার লক্ষণ:----

- ১.যিনি কূটস্থ পর্যন্ত গিয়ে আত্মদর্শন করছেন ...অথবা
- ২.যিনি নিজেরে প্রাণকে কূটস্থ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পরেছেন .....অথবা
- ৩.যাহার দ্বিষচক্ষু উন্মলিত হয়ে আছে .....অথবা
- ৪.যাহার মূলাধার থেকে মস্তক পর্যন্ত প্রাণবায়ুর গতিপথ হয়েছে.....অথবা
- ৫.যিনি ব্রহ্মবিদ্যার উর্ধ্বতন ওঙ্কার করিয়া গুরুই নকিট থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন .....অথবা
- ৬.যাহার জিহ্বা মস্তকিরে রাজকি পর্যন্ত পটীছিয়া গিয়াছে .....অথবা
৭. যিনি সাধনার দ্বারা উন্মনি অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন .....অথবা
৮. যিনি সর্বদা কূটস্থে ধ্যান অবস্থার দ্বারা নশো লাভ করছেন...

উপরোক্ত শাস্ত্র সম্মত এই ৮ টি প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার লক্ষণ গুলির মধ্যে কোনও একটি প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার লক্ষণ যিনি নিজেরে কঠোর সাধনার দ্বারা লাভ করছেন..... তিনি বা সেই সেই প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার লক্ষণ সম্পন্ন ব্যাক্তিই একমাত্র ধর্ম উপদশে দেওয়ার যোগ্য।

আর শাস্ত্র সম্মত এই ৮ টি প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার লক্ষণ গুলির মধ্যে কোনও একটি প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার লক্ষণ যিনি নিজেরে কঠোর সাধনার দ্বারা লাভ করতে পারেন না।। তিনি যদি ধর্ম উপদশে দেওয়া শুরু করেন তাকে ধর্মেরে গ্লানি বা ভণ্ডামি বলা হয়। আর এই রকম ধর্মেরে গ্লানি বা ভণ্ডামি কোর্মা করি লোকেরে কাছ থেকে ধর্ম উপদশে নিয়ে চললেই যে কোনও মানুষেরে দুর্গতি হয়।

তাই যে কোনও মানুষেরে উচিত উপরুক্ত লক্ষণেরে যে কোনও একটাও লক্ষণ যিনি

প্রাপ্ত করতে পরেছেন ....একমাত্র সেই রকম যোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে ধর্ম কথা  
শুনা বা ধর্ম উপদেশে শুনা।

